দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় রচিত ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত

যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজ্যাভিষেক ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পন্ন হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে এর কাছাকাছি সময়ে সংস্কৃত ভাষায় *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতং* রচিত হয়। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত হলেও অনুমান করা যায় যে, কৃষ্ণচন্দ্রের কোনো সভাসদ কর্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। পুঁথির আকারে রচিত *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতং*-কে সর্বপ্রথম আঞ্চলিক ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া যায়। এই পুঁথিটি বার্লিন রাজকীয় গ্রন্থকারে রক্ষিত ছিল। অধ্যাপক ওয়েবার-এর অনুপ্রেরণায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন থেকে তাঁর ছাত্র ডাব্লু. পার্সের সম্পাদনায় নাগরী অক্ষরে মূলগ্রন্থ ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

রাজা গিরীশ চন্দ্র রায়ের আমলে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় *মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং* রচনা করেন। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনাকাল অজ্ঞাত হলেও ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম ছাপা হয়। প্রকাশিত পুস্তকের নামপত্রে মুদ্রিত আছে—

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ ধরণীর মাজ
যাহার অধিকারে নবদ্বীপ সমাজ।
পুরক কৃত্যান্ত যত করিয়া প্রচার
কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র পরে কহিব বিস্তার।

উপরোক্ত গ্রন্থখানি 'লন্দন (লন্ডন) মহানগরে ছাপা হইল— ১৮১১' অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতং গ্রন্থে নদিয়া রাজবংশের রামচন্দ্র সমাদ্দার থেকে শুরু করে গিরীশচন্দ্র রায়ের আমল পর্যন্ত এই বংশীয়গণের কার্যক্রম বর্ণিত আছে। সংস্কৃত *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতং* গ্রন্থে চতুর্থ পরিচ্ছেদ থেকে (রামচন্দ্র সমাদ্দারের আবির্ভাব) সপ্তম পরিচ্ছেদ (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ঘটনা) পর্যন্ত বর্ণিত আছে।

অতঃপর সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে নদিয়া রাজবংশের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* রচনা ও প্রকাশ করেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সমকালীন বঙ্গদেশে একজন স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এই বংশোদ্ভূত অনেকেই নবদ্বীপ রাজবংশের সঙ্গে দেওয়ানের কার্যকারী রূপে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ মদনগোপাল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে দেওয়ানি পদ লাভ করেন।

তাঁর পিতামহ রাধাকান্ত মহারাজা শিবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশচন্দ্রের আমলের দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পিতা উমাকান্ত কৃষ্ণনগর রাজ এস্টেটে চাকরি করতেন না। তিনি কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রসিদ্ধ ও সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণনগরে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন। এখানে তিনি উপযুক্ত বিদ্যার্জনের পর কৃষ্ণনগর জজকোর্টে সেরেস্তাদারের কর্মে যোগদান করেন। কয়েক বছর জজকোর্টে চাকরি করার পর তিনি কলকাতায় মেডিকেল কলেজে শিক্ষানবিশি থাকার পর কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্তন করেন।

অতঃপর কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় নদিয়ারাজের অধীনে কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের একান্ত সচিব এবং পরে কুমার সতীশচন্দ্রের গৃহ শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের কর্মকুশলতায় আকৃষ্ট হয়ে রাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁকে দেওয়ান পদ গ্রহণের জন্য মনোনীত করেন। তিনি একজন দক্ষ প্রকাশক ছিলেন। ওই সময়ে কৃষ্ণনগর দরবারে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু সংগীতজ্ঞ ব্যক্তির আগমন হত। এই সুবাদে তাঁর সংগীত শিক্ষা লাভের সুযোগ এসেছিল এবং পরবর্তীকালে দক্ষ সংগীত শিল্পীরূপে বিবেচিত হন। তাছাড়া তিনি সংগীত রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সংগীতের প্রতি অনুরাগ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও পৌত্র দিলীপকুমারের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বরচিত *গীতমঞ্জরী* প্রকাশিত হয়। সমকালীন সমাজ জীবন ও কৃষ্ণনগর জমিদার বংশের কৃতিপুরুষগণের কার্যক্রম অবলম্বনে *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* ও *আত্মজীবনী* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থদ্বয় রচিত হয়।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পারিবারিক জীবনও গৌরবোজ্জ্বল ছিল। বাংলার নবজাগরণের যুগের অন্যতম পথিকৃৎ রামতনু লাহিড়ী ও তাঁর ভ্রাতা প্রসাদচন্দ্র লাহিড়ী তাঁর পিসতুতো ভাই ছিলেন। তাঁর পুত্রগণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল (১৯ জুলাই ১৮৬৩–১৭ মে ১৯১৩) সুপ্রসিদ্ধ কবি, নাট্যকার ও গীতিকাররূপে সমকালীন বঙ্গদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা অতি বিরল প্রতিভার দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি নিজেও একজন স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সুসাহিত্যিক, বিদ্বান, গীতিকার ও সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং প্রসিদ্ধি অর্জনও করেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও সেযুগের আরও বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল। দীনবন্ধু মিত্র *সুরধুনী কাব্য*-এ লিখেছেন—

কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল শান্ত, বদান্য বিদ্বান,
সুললিত স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হ'য়ে উজানবাহিনী।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় রচিত অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল, *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত*। এই গ্রন্থকে নবদ্বীপ রাজ বংশানুচরিত বলে আখ্যা দেওয়া যায়। মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের

আমলে দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকার সুবাদে দেওয়ান পদে কার্য পরিচালনার অসামান্য কর্মদক্ষতায়, যোগ্যতায়, বিচক্ষণতায়, দূরদর্শিতায়, বিশ্বস্ততায় ও নির্লিপ্ততায় কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নবদ্বীপরাজ বংশের অকৃত্রিম হিতকারী ছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়ের আমলে (১৮৪১-৫৭) দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী মহারাজা সতীশচন্দ্র রায়ের (১৮৫৭-৭০) দেওয়ান ও তাঁর পোষ্যপুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের সময়ে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রয়াত মোহিত রায় এই গ্রন্থবর্ণিত সদ্‌গুণবলীর প্রসঙ্গে বহু মন্তব্য করেছেন। *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* কেবলমাত্র নবদ্বীপ রাজবংশের প্রচলিত ইতিহাস বা কুলপঞ্জি নয়। এই গ্রন্থে সমকালীন দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সমৃদ্ধ। তাঁর রচনাদৃষ্টে অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, ইহা একজন বশংবদ কর্মকারকের স্তুতিমূলক ইতিকথা নয়। তিনি একাধারে এই জমিদার বংশীয়গণের কর্মদক্ষতা, বিদ্যানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, মন্দির-মঠ নির্মাণে পৃষ্ঠপোষকতা, সাংস্কৃতিক গুণাবলীর সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন তেমনি আবার সমালোচকের দৃঙ্গিভঙ্গিতে কয়েকজন জমিদারের দোষের সমালোচনাও লিখে গেছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রগণের অন্তঃকলহ ও ব্যর্থতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। জমিদার গিরিশচন্দ্রের অদূরদর্শিতা ও আয়-ব্যয়ের অসঙ্গতির কথাও তাঁর লেখনীতে পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের নির্বুদ্ধিতায় জমিদারির একটা বড়ো অংশ নিলাম হয়ে হস্তান্তরিত হয় এবং তাঁর দোষে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের মণিমুক্তার অলংকার অপহৃত হয়। গিরিশচন্দ্র কোনো এক নীচ জাতীয় রমণীর প্রতি আসক্ত হওয়ার কারণে জমিদারির ফল শুভ হয়নি।

এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো নদিয়ারাজ নির্মমভাবে রাজকর আদায় করেছেন এবং রাজস্ব আদায়ের শিথিলতার কারণে কর্মচারীরা শাস্তি পেয়েছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ঘটনা কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের ভাষায় বলা যায়—

> ১৭৬৮ খৃ. অব্দে এদেশে অল্প পরিমাণে শস্য জন্মে। ১৭৬৯ খৃ. অব্দে প্রথমে আশু ধান্যের গাছ উত্তম হয়, কিন্তু শেষে বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। হৈমন্তিক ধান্য ও রবি খন্দ এক কালে জন্মে না। নদ-নদী সকল শুষ্ক প্রায় এবং বিলখাল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় একেবারে জলশূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৭০ খৃ. অব্দের জানুয়ারী মাস হইতে লোকের কষ্ট আরম্ভ হয়। ফেব্রুয়ারী হইতে অক্টোবর পর্যন্ত নয় মাসে, বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ অধিবাসীরা অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করে, কৃষকদিগের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়; নয় মাসের মধ্যে প্রায় এক কোটি লোকের মৃত্যু হয়। পূর্বে যে তণ্ডুল টাকায় তিন মন পাওয়া যাইত, ঐ সময়ে টাকায় তিন সের হইয়াছিল।

এত দুর্বিষহ অবস্থা সত্ত্বেও কোম্পানি ও জমিদারদের খাজনা আদায় বন্ধ হয়নি।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় আরও লিখেছেন যে, নদিয়ারাজ ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয় দুঃশীল, নির্দয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ মদ্যপ ছিলেন এবং অমিতব্যয়ী ঈশ্বরচন্দ্র কীভাবে কাল কাটাতেন তারও বর্ণনা আছে। তাঁর লেখনী থেকে আরও জানা যায় নদিয়ারাজ রামচন্দ্রের বিদ্যানুশীলন গুণ থাকা সত্ত্বেও বিষয়কর্মে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। এই বংশের আদর্শ জমিদার ছিলেন রাঘব রায়, রুদ্র রায় ও কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁরা বহু পদগুণে ভূষিত ছিলেন।

বক্ষ্যমান গ্রন্থটি নদিয়ারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের আমলে রচিত হওয়ার কারণে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই কারণে আলোচ্য গ্রন্থটি *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* নামকরণ করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থের নামকরণের সার্থকতা বিধৃত করেছেন গ্রন্থের নামপত্রে (টাইটেল পেজ) :

> ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ। মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টানারায়ণের বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপনাবধি বর্তমান ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় পর্যন্ত এই রাজবংশের ইতিহাস এবং নবদ্বীপ প্রদেশের পূর্ব্বতন ও অধুনাতন অবস্থা।

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের ভাষায় বলা যায় :

> নবদ্বীপের রাজপরম্পরার যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য, মান সম্ভ্রম তদপেক্ষা অনেকগুণ অধিক। তন্মধ্যে কোন কোন রাজা এরূপ গুণজ্ঞ ও বদান্য ছিলেন, যে তাঁহারা এক এক জন এক এক দিকপাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। পরিবর্তপ্রিয় কালবায়ু তাঁহাদিগের বিভব-কুসুম দিন দিন বিশেষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু যশঃ-সৌরভে অদ্যাপি অনেক স্থল আমোদিত ও অনেককে পরিতৃপ্ত করিতেছে। কালক্রমে রাজপরিবারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অনেকে উহা আগ্রহ সহকারে শুনিয়া থাকেন এবং কখন কখন প্রাচীন পরম্পরাগত পুরাতন ইতিহাস শুনিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করেন। এইরূপ শুশ্রূষাদর্শন ও তাঁহাদের বর্ণনোচিত গুণগ্রামে প্রবর্তিত হইয়া আমাকে এই পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পূর্ব-পুরুষগণ এই জমিদারিতে দেওয়ানি প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজেও ২৪ বৎসর দেওয়ানি ও দশ বৎসর ধরে অপরাপর কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। এছাড়া তাঁর রাজানুগত্য পরিবারে জন্মগ্রহণ, দীর্ঘকাল পরিবারের সঙ্গে সংশ্রব এবং রাজবাড়ির পুরাতন দলিলপত্রাদি ও ফরমানগুলি দেখে বহুতর পারিবারিক ও জমিদারির তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। প্রথমে তাঁর গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা থাকলেও একার্যে প্রবৃত্ত হননি। তিনি ভবিষ্যতে এসকল তথ্য দ্বারা যদি কোনো ব্যক্তি রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে উৎসুক হন সেই উদ্দেশ্যে তথ্য যত্ন পূর্বক সংগৃহীত হয়েছিল।

রাজা সতীশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনস্থ হয় এবং জমিদারি সংক্রান্ত কাজের চাপে কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা ফলবতী হয়নি। সে সময়ে তাঁর একজন আত্মীয় চব্বিশ পরগনার কোর্ট অব ওয়ার্ডস বিভাগের ডেপুটি কালেকটার কালীচরণ ঘোষের পরামর্শে রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করতে প্রবৃত্ত হন। রচনা সম্পূর্ণ হলে অনেকে এতাদৃশ বংশাবলী পাঠ করে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে পরামর্শ প্রদান করেন।

তৎকালে এহেন ইতিহাস লেখার প্রচলন ছিল না। কিন্তু দেওয়ানজি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দ্বারা পঁচিশ অধ্যায় *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* রচনা সমাপ্ত করেন। প্রত্যেকটি অধ্যায় বিষয় ভিত্তিক রচনা। তিনি ইতিহাস, ফরমান ও অন্যান্য দলিল পত্রাদি যা রাজবাড়ির মহাফেজখানায় সংরক্ষিত ছিল সেগুলির সাহায্যে এই দুরূহকর্মে প্রবৃত্ত হন। তাছাড়া যে সকল ঘটনা এই রাজবাড়িতে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধ এবং পুরুষ-পরম্পরায় প্রচলিত ছিল সে সকল কথাও সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায় যে, রাজবাড়িতে সংগৃহীত দলিল পত্রাদি ব্যতীত *ক্ষিতীশ-বংশবলী-চরিতং*, ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের *অন্নদামঙ্গল* ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের রচিত *মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতং* গ্রন্থ থেকে বহু উপকরণ তিনি গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থ রচনার পর কৃষ্ণনগরের অনেকে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। পাণ্ডুলিপি দৃষ্টে যদুনাথ বাহাদুর, লোথারাম শিরোরত্ন ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও আরও অনেক তাঁকে এই সংকলন বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করেছিলেন।

পরিশেষে গ্রন্থকারের ভাষায় উপসংহার টানা যায় :

> ভট্টনারায়ণ হইতে ষষ্ঠিদাস পর্যন্ত অষ্টাদশ পুরুষের ইতিহাস উক্ত পুস্তক ব্যতীত আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সুতরাং, এই কয়েক পুরুষের কৃত্যান্ত কেবল ঐ গ্রন্থের উপরি নির্ভর করিয়াই লিখিত হইল। যদিচ কাশীনাথ রায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র সমাদ্দারের জীবনচরিত সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র রাজবাটীতে দৃষ্ট হয় নাই, তথাপি এই রাজসংসারের প্রায় সকল প্রাচীন লোকেই তাঁহাদের ইতিবৃত্ত অবগত ছিলেন। ভবানন্দ মজুমদার ও তৎপরবর্তী পুরুষদিগের সময়ের অনেক কাগজপত্র রাজবাটীতে বর্তমান আছে। এই নিমিত্ত আমি এই কয়েক পুরুষের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য কেবল উক্ত ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত মাত্র অবলম্বন করি নাই। যে স্থানে রাজবাটীর কাগজের সহিত উক্ত ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতের অনৈক্য দেখিয়াছি, সে স্থানে ঐ কাগজকেই অগ্রগণ্য করিয়াছি; সুতরাং কোন কোন স্থানে উক্তগ্রন্থের সহিত আমার বর্ণনায় বিষয়ের অনৈক্য হইয়াছে।

গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত হলে একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রকাশক সংস্থার হিসাব থেকে জানা যায় যে, গ্রন্থ প্রকাশের আনুমানিক ব্যয় ৪৩৬ টাকা ধরা হয়। নবদ্বীপ রাজবংশের

ইতিহাস প্রকাশের ব্যয়ভার রাজকোষ থেকে হওয়া উচিত। কিন্তু এই জমিদারি সে সময়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর পরিচালনাধীন থাকায় যে-কোনো খরচ সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার নদিয়ার কালেকটার সি সি স্টিফেনস্-এর কাছে অর্থ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। তিনি গ্রন্থ রচনার জন্য পারিশ্রমিক চাননি— আবেদন করেছিলেন গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য। কিন্তু কালেক্টর আবেদনপত্রটি সুরারিশ করে বিভাগীয় কমিশনার লর্ড ইউলিস ব্রাউনের কাছে পাঠিয়ে দেন। কমিশনার গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেও উত্তর দিয়েছিলেন যেহেতু জমিদারি এস্টেট ঋণ ভারগ্রস্ত সেকারণে সরকারের পক্ষে ব্যয় মঞ্জুর করা সম্ভবপর নহে। বিধাতার কী অদ্ভুত পরিহাস! যে জমিদার বংশ একদা জ্ঞানীগুণী সাহিত্যিকদের অকাতরে অর্থ দান করেছেন, আজ সেই বংশের ইতিহাস প্রকাশ করার ক্ষমতা রাজকোষের নাই। মর্মাহত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ভেঙে পড়েননি। তিনি নিজ ব্যয়ে *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। তাঁর এ কাজে সহায়ক ছিলেন বালীর হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রয়াত নদিয়া রাজ সতীশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয়া পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবীর পিতা। কলকাতার গোয়া বাগানের 'নূতন সংস্কৃত যন্ত্র' প্রেস থেকে *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ সম্বত বা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ প্রথম প্রকাশকাল। সর্বসাকুল্যে মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৬ + ২৩৪ এবং ১ টাকা আট আনা মূল্য ধার্য করা হয়েছিল। গ্রন্থের নামপত্র (টাইটেল পেজ), বিজ্ঞাপন, পরিশিষ্ট ও ২৫ অধ্যায় মূল গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩২ সম্বতে (১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে) দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের *ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত* প্রকাশের পর বাংলার বিদগ্ধ মহল ও পত্র-পত্রিকায় সপ্রকাশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, *হিন্দু প্যাট্রিয়ট, বেঙ্গল ম্যাগাজিন, জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, সোমপ্রকাশ, আর্য্য দর্শন* প্রভৃতি পত্রপত্রিকা। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যই অনুধাবনযোগ্য— 'সভ্য সমাজে যতদিন ইতিহাসের আদর থাকিবে, তাবৎকাল কার্ত্তিকেয়র নাম স্বর্ণাক্ষরে ধরাতলে দেদীপ্যমান থাকিবে।' ইতোমধ্যে আরও অনেকে কার্তিকেয়চন্দ্রের কাজের প্রশংসা করে পত্র দিয়েছিলেন।

গ্রন্থ প্রকাশের দু-এক বৎসরের মধ্যে কৃষ্ণনগর রাজ এস্টেট ঋণমুক্ত হয়। গ্রন্থপ্রকাশের যে ব্যয় নির্বাহ হয়েছিল তার অর্ধেক অর্থ সরকার গ্রন্থকারকে প্রদান করেন। বস্তুত এই অর্থ মুদ্রণ ব্যয় নহে। এই সাম্মানিক অর্থ পুরস্কার স্বরূপ লাভ করেছিলেন দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গ্রন্থকার ছিলেন প্রথম লেখক যিনি রাজবংশের ইতিহাস রচনা করে ব্রিটিশ সরকারের কাছে পুরস্কার পেয়েছিলেন।